তারিখ 19 APR 1987
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

দৈনিক ইনকিলাব

014

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

পাঠ্যপুস্তকের ভুল সম্পর্কে কিছু কথা

শামসুল করীম খোকন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যপুস্তকে ভুলের সমারোহ ও তার প্রতি অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ অবশেষে কর্তৃপক্ষকে মুখ খুলতে বাধ্য করেছে দেখে আনন্দিত হয়েছি। পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তারা এই ভুলের দায়-দায়িত্ব অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে পার পেতে চেয়েছেন বলে মনে হয়েছে। বোর্ডের নিজস্ব প্রেস না থাকায়, বোর্ডের তালিকাভুক্ত দু'শতাধিক প্রেসে ছাপা ও সব প্রেসের ছাপার মান সমান না হওয়া, প্রকাশকদের দ্বারা মাধ্যমিক বইয়ের মুদ্রণ কাজ বিলম্বিত হওয়ায় এমনিতরো মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে বলে তারা জানিয়েছেন। তাছাড়াও কর্তৃপক্ষ বলেছেন, নিয়মানুযায়ী বোর্ডের পাঠ্যবই মুদ্রণের পূর্বে বোর্ডের বিশেষজ্ঞ ও সম্পাদকদের দ্বারা পুনঃপরীক্ষা সংশোধন ও পরিমার্জন করে তত্ত্ব ও তথ্যগত ভুল সংশোধন করা হয়।

এরপর বোর্ড উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর ইংরেজী পাঠ্যবই পুনঃপরীক্ষা করে পুনঃলিখন বা সংকলনের জন্য উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের সংবাদ দিয়েছেন আমাদের।

তবে ইতিমধ্যে মহানগরী শিক্ষক ফেডারেশনের ৫০ জন শিক্ষক বোর্ড কর্তৃপক্ষের এই উত্তরের সমালোচনা করেছেন এই বলে যে, সংবাদপত্র মারফত যে জবাব দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, তা সন্তোষজনক ও গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষকবৃন্দ পাঠ্যপুস্তকে অসংখ্য ভুলের কারণ হিসেবে বলেছেন, দেশে বর্তমানে বহুসংখ্যক উন্নতমানের ছাপাখানা থাকা সত্ত্বেও সাইনবোর্ড ও লেটারহেড সর্বস্ব ছাপাখানায় মুদ্রণ দায়িত্ব প্রদান করার রহস্য অবোধগম্য নয়। এসব প্রেসের সাথে কোন কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর লভ্যাংশ ভাগাভাগির সম্পর্ক থাকার অভিযোগ রয়েছে। মুদ্রণ সংখ্যার শুভংকরের ফাঁকি এ পথেই সৃষ্টি হয় বলে অনেকে মনে করেন। নির্ভুলভাবে কম্পোজ সমাপ্তির পরে প্লেট তৈরী করে তা উন্নত প্রেসে সরবরাহ করা হলে ছাপাখানার বিভিন্নতার কারণে ছাপার ভুল কি করে হয় তা আমাদের বোধগম্য নয়। উপরোক্ত বক্তব্য যে একেবারে অসত্য তা মোটেই নয়। তাই ১৬ মার্চের 'ইনকিলাবে' প্রকাশিত এ বিবৃতির প্রত্যুত্তরে কর্তৃপক্ষ আর মুখ খুলতে পারেননি। আসলে এই পাঠ্যপুস্তক কেলেংকারি আমাদের জাতীয় জীবনের একটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। পাঠ্যপুস্তকের নামে ভুলে ভরা তথ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ বংশধরদের মগজ নষ্ট করে দেয়ার এহেন অপকর্ম জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সম্ভব হবে এটা ভাবাই যায় না।

শিক্ষা বিভাগের নানাবিধ দুর্নীতি ও প্রশ্নপত্র ফাঁস করে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার প্রবণতা ইতিপূর্বে আমাদের অভিভাবকদের বিষিয়ে তুললেও শেষাবধি পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর নামে নামসর্বস্ব প্রেসের সঙ্গে দহরম-মহরমে লাভালাভের প্রয়াসকে তাই কোন মতেই গ্রহণ করা যায় না। কারণ জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সঠিক তত্ত্ব ও তথ্য প্রকাশ করে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করার জন্য নির্ভুল পাঠ্যপুস্তক রচনার লক্ষে যে সংস্থার গঠন সেই টেক্সট বুক বোর্ডের বিশেষজ্ঞ ও সম্পাদকদের দায়িত্বসচেতনতা সর্বাধিক হওয়াইতো যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু তাদের সে দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলার জন্য আজ যে ভুলের পাহাড় রচিত হোল তার খেসারত দেবে কারা? তাছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন বইপত্রে অসংখ্য ভুল থাকা সত্ত্বেও সেসব ভুল সংশোধনের প্রয়াস না নিয়ে প্রেসের মান ও প্রকাশকদের বিলম্বে প্রকাশকে দায়ী করা ও শুধু উচ্চ মাধ্যমিক ইংরেজী বই সংশোধন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করার মাধ্যমে ভুল স্বীকৃতি না দেয়ার প্রবণতাও জাতির জন্য কতটুকু মঙ্গলজনক তাই তো জিজ্ঞাসা। এ অবস্থায় শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগীদের শংকিত অবস্থার অবসানে এবং নির্ভুল পাঠ্যপুস্তক রচনার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

(১) মাধ্যমিক পর্যায়ের যেসব পাঠ্যপুস্তকে ভুল রয়েছে সেগুলো সংশোধনের জন্য যথাযথ কমিটি গঠন ও ভবিষ্যতে উন্নতমানের প্রেসে বই ছাপানোর ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২) প্রকাশকদের বিলম্বে বই ছাপার পিছনে নিহিত কারণ উদঘাটন করে সমাধানের প্রচেষ্টা গ্রহণ ও বিলম্বে প্রকাশকারীদের নিকট বই প্রকাশের দায়িত্ব অর্পণ না করা।

(৩) প্রতি বছরই নতুন নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ বন্ধ করা ও বছরের প্রথমে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেবার আন্তরিক প্রয়াস গ্রহণ করা।

(৪) ভবিষ্যত নাগরিকদের সঠিক জ্ঞানে জ্ঞানী করে তোলার লক্ষ্যে আদর্শবান শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও সম্পাদক নিয়োগের মাধ্যমে দায়িত্বহীনতার অবসান।

(৫) ঘন ঘন সিলেবাস পরিবর্তন না করে কয়েক বছরের জন্য স্থায়ী সিলেবাস প্রণয়ন।

আর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সমীপে আবেদন, এমনি ভুল পুস্তক রচনার পিছনের রহস্য উদঘাটন করে দেশের অর্থ অপচয়কারীদের যথাযথ শাস্তি বিধান করে তারা যেন শিক্ষা ক্ষেত্রকে অজ্ঞানমুক্ত করার পদক্ষেপ নেন।